ক) ভূমিকাঃ

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এ দেশের একটি অগ্রজ ও প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে ইক্ষুসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও বহুমুখী ব্যবহারের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। আখের পাশাপাশি সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া, মধু, যষ্টিমধু প্রভৃতি চিনিফসলের গবেষণা ত্বরান্বিত করতে বিগত ১৮ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৯ অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের উৎস চিনি ও গুড় তৈরির শিল্প। এ ছাড়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ইক্ষু ছাড়াও সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টিভিয়া, যষ্টিমধু প্রভৃতি মিষ্টি উৎপাদনকারী ফসলের উপর গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বিএসআরআই দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এগারটি গবেষণা বিভাগ, একটি সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র এবং তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এর গবেষণা উইং। অন্যদিকে প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং গঠিত হয়েছে দু'টি প্রধান বিভাগ, নয়টি উপকেন্দ্র এবং দু'টি শাখার সমন্বয়ে। প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং ইক্ষু চাষি ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে চাষাবাদের নতুন প্রযুক্তির বিস্তার, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই এবং এর ফিড-ব্যাক তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প (vision):

অধিক মিষ্টিসমৃদ্ধ স্বল্প মেয়াদি সুগারক্রপের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্য (mission):

বিভিন্ন চিনিফসলের জাত উদ্ভাবন/প্রবর্তন। চিনিফসলের চাহিদাপ্রসূত, টেকসই প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে হস্তান্তর। অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ আয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া প্রভৃতির উপর গবেষণা সম্পাদন। প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমতল, চরাঞ্চল এবং বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকা যেমন: লবণাক্ত ও পাহাড়ী এলাকায় বিভিন্ন চিনিফসল চাষ সম্প্রসারণ।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যাবলিঃ

১. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসূচী প্রণয়ন করা।
২. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য সহযোগী প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা।
৩. ইক্ষু ভিত্তিক খামার তৈরীর উপর গবেষণা করা এবং উহার অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা।
৪. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণা/অবহিত করা।
৫. বিভিন্ন রকম ইক্ষুর জাত সংগ্রহ করে জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়ে তোলা এবং তা সংরক্ষণ করা।
৬. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিষ্টিজাতীয় ফসল বিষয়ক যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা।
৭. মিষ্টিজাতীয় ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা।

৮. ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

৯. সরকারের ইক্ষু নীতি নির্ধারণে সাহায্য করা এবং ইক্ষু সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা।

১০. ইক্ষু চাষীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১১. উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(খ) জনবল

প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১.	গ্রেড ১	১	১	০	মহাপরিচালকের চলতি দায়িত্ব পালন করছেন
২.	গ্রেড ২	২	১	১	-
৩.	গ্রেড ৩	১৬	১২	৪	-
৪.	গ্রেড ৪	২৬	১৪	১২	-
৫.	গ্রেড ৫	২	১	১	-
৬.	গ্রেড ৬	২৭	২৪	৩	-
৭.	গ্রেড ৭	১	০	১	-
৮.	গ্রেড ৮	-	০	০	-
৯.	গ্রেড ৯	৫৬	২৬	৩০	-
১০.	গ্রেড ১০	১৭	১১	৬	-
১১.	গ্রেড ১১	২০	১৫	৫	-
১২.	গ্রেড ১২	৫০	৩০	২০	-
১৩.	গ্রেড ১৩	-	০	০	-
১৪.	গ্রেড ১৪	২	১	১	-
১৫.	গ্রেড ১৫	১৭	১৩	৪	-
১৬.	গ্রেড ১৬	৪৩	২৮	১৫	-
১৭.	গ্রেড ১৭	৬	৫	১	-
১৮.	গ্রেড ১৮	-	০	০	-
১৯.	গ্রেড ১৯	৩০	২৫	৫	-
২০.	গ্রেড ২০	৭৭	৪৭	৩০	-
	মোট	৩৯৩	২৫৪	১৩৯	-

- ৩০ জুন ২০২১ তারিখের তথ্য।

নতুন নিয়োগ ও পদোন্নতিঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে নিয়োগ			প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
৫	০	৫	১	০	১	৫

(গ) মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীন	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১৯৪ জন	-	৭৯ জন	-	২৭৩ জন	এক ব্যক্তি একাধিক ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন
২	গ্রেড ১০	-	-	১১ জন	-	১১ জন	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	১৬৪ জন	-	১৬৪জন	
	মোট	১৯৪ জন	-	২৫৪ জন	-	৪৪৮ জন	

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র: নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	-
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	-
	মোট	-	-	-	-	-

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	-
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	-
	মোট	-	-	-	-	-

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১. ইক্ষুর নতুন জাত বিএসআরআই আখ ৪৮ উদ্ভাবন
হেক্টর প্রতি ফলন ৯৩.৫০-১২১.৫২ টন
চিনি ধারণ ক্ষমতা ১২.০৬-১৫.১১%
গুড় আহরণের হার ১০.৭৫%
লাল পচা রোগ প্রতিরোধী
পাতায় ধার কম

২. স্বাস্থ্যসম্মত আখের জুসার
ফুডগ্রেড স্টেইনলেস স্টিলের তৈরী তাই স্বাস্থ্যসম্মত

জুস আহরণ ক্ষমতা ৬৫%
আখ মাড়াই রেট: ২০০-২৫০ কেজি/ঘন্টা
ইঞ্জিনের ক্ষমতা: ১.২৫ হর্স পাওয়ার

৩. আখের ক্ষতিকর ডগার মাজরা পোকা দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

ডগার মাজরা পোকা এপ্রিল থেকে আগস্ট মাসে আক্রমণ করে
এর আক্রমণের ফলে আখের ফলন ৪৮% এবং চিনি আহরণ ৬২% পর্যন্ত কমে যেতে পারে
এ পোকার আক্রমণ জমিতে দেখা মাত্রই সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে
ব্যাম্বু বুস্টার ব্যবহার করে উপকারী পোকার মাধ্যমে ডগার মাজরা পোকা দমন
রাসায়নিক কীটনাশক ইকোফুরান ৫জি একরে নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে

৪. টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আখের লবণাক্ত সহিষ্ণু সোমাক্লোন উৎপাদন

নিয়মিত চারা উৎপাদনের চেয়ে কম খরচে অধিক চারা উৎপাদন করা যায়
সহজে চারা পরিবহন করা যায়
শতভাগ জার্মিনেশন রেট হওয়ায় জমিতে আখের পরিমাণ বেশি হয় তাই ফলন বাড়ে
লবণাক্ততা সহিষ্ণু হওয়ায় লবণাক্ত এলাকায় আখের ফলন বেশি হয়

৫. কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১ এবং ১১ এর জন্য ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষে সারের মাত্রা

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১ (পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও বহত্তর দিনাজপুর) এর জন্য সারের মাত্রা নিম্নরূপ:
প্রতি হেক্টরে নাইট্রোজেন ১৪০ কেজি, ফসফরাস ২০ কেজি, পটাশিয়াম ৮৩ কেজি, সালফার ১২ কেজি, ম্যাগনেসিয়াম ১০ কেজি, জিংক ২ কেজি, বোরণ ২ কেজি এবং সরিষার খৈল ৭৫০ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১১ (বৃহত্তর রাজশাহী, বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও সংলগ্ন এলাকা) এর জন্য সারের মাত্রা নিম্নরূপ:
প্রতি হেক্টরে নাইট্রোজেন ১৫৬ কেজি, ফসফরাস ৫৩ কেজি, পটাশিয়াম ১১৫ কেজি, সালফার ১২ কেজি, ম্যাগনেসিয়াম ৫ কেজি, জিংক ২ কেজি, বোরণ ২ কেজি এবং সরিষার খৈল ৭৫০ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে
মাটির উর্বরতা সংরক্ষণে সহায়ক

৬. ক্যালারিস এক্সট্রা ২৭.৫০ ইসি আগাছানাশক ব্যবহার করে ইক্ষুর চওড়া পাতা আগাছা দমন

শাকনটে, কাঁটানট, বন তামাক প্রভৃতি প্রশস্ত পাতার আগাছার বিরুদ্ধে কার্যকরী
প্রতি হেক্টরে ২.৫ লিটার কীটনাশকের প্রয়োজন পড়ে
আখ রোপণের পরপরই একবার প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে আখ রোপণের ৬০ দিন পর আরেকবার প্রয়োগ করা যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে আখের চারা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে অথবা এমনভাবে স্প্রে করতে হবে যেন আখের পাতায় আগাছানাশক না পড়ে

৭. মধুপুর অঞ্চলে উঁইপোকা প্রতিরোধে পরিবেশ বান্ধব আইপিএম প্যাকেজ

ময়মনসিংহের মধুপুর এলাকার জন্য উপযোগী
উইপোকা দমনে বিকর্ষক হিসেবে কাজ করে এবং ৮৭.৬৭% পর্যন্ত উঁইপোকা দমন করা যায়
কোন কীটনাশকের প্রয়োগ নেই বিধায় সম্পুর্ণ পরিবেশ বান্ধব
আক্রান্ত গাছের গোড়া মাটিসহ উত্তোলন করতে হবে
পঁচা গোবর ও গো-চনার মিশ্রণ ৫০% হারে পানিতে দ্রবীভূত করে ৩ বার প্রয়োগ করতে হবে
নিমপাতার গুড়া হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি হারে তিনবার প্রয়োগ করতে হবে

৮. আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে চিনা বাদাম চাষ

আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে তেল ফসল চীনাবাদাম চাষ খুবই উপযোগী
কম খরচে এবং স্বল্প পরিচর্যায় চাষ করা যায় বিধায় আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে চীনাবাদাম চাষ অধিক লাভজনক

লিগিউম জাতীয় ফসল বিধায় জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে যার ফলে প্রধান ফসল আখের ফলন বৃদ্ধি পায়
চীনাবাদাম রবি ও খরিফ-১ দুই মৌসুমে চাষ করা যায় বিধায় আগাম (অক্টোবর-নভেম্বর) ও নাবি (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) আখের সাথে খুব সহজেই সাথীফসল হিসেবে চাষ করা যায়
আখের গড় ফলন ৮০ টন/হেক্টর এবং সাথীফসল হিসেবে চীনাবাদামের ফলন ১.০-১.২ টন/হেক্টর পাওয়া যায়

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পঃ ২০২০-২১ অর্থবছরে কোন প্রকল্প চলমান নেই।

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচীঃ

(১) কর্মসূচীর নাম : পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মধু ও মৌ চাষ গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ

কর্মসূচীর মেয়াদ : জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩

কর্মসূচীর প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৯৪.০০ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ : ১৪.৬০ লক্ষ টাকা

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য :
১. মৌমাছি ও মধু বিষয়ক গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমন্বিত একটি এপিয়ারি (গবেষণাগার) স্থাপনকরা।
২. রানী মৌমাছির কৃত্রিম প্রজনন, পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা ও মধুর উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরন। এবং
৩. আধুনিক পদ্ধতিতে মৌ পালন ও মধু উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এ বছরের কার্যক্রম : উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত মৌমাছি ও মধু বিষয়ক গবেষণায় প্রয়োজনীয় গবেষণা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ৩ ব্যাচ মৌয়াল/মৌচাষী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(২) কর্মসূচীর নাম : উন্নত মানের তাল ও খেজুরের চারা উৎপাদন ও বিতরণ।

কর্মসূচীর মেয়াদ : জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩

কর্মসূচীর প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০০.০০ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ : ৪.০০ লক্ষ টাকা

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য :
১. দীর্ঘমেয়াদে বজ্রমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে সারাদেশে ৬৫,০০০ পরিবেশবান্ধব উন্নত জাতের তালের চারা উৎপাদন।
২. পরিবেশবান্ধব ও উন্নত তালের চারা রোপণ ও বিস্তার কার্যক্রম সাবলীলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ৩০টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে ৩০ স্থানে ৩০টি কৃষক গ্রুপ গঠন।
৩. গঠনকৃত গ্রুপের মাধ্যমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কৃষি সম্প্রসারণকর্মীদের সম্পৃক্ত করে উৎপাদিত পরিবেশবান্ধব ও উন্নত জাতের ৬৫,০০০ তালের চারা বিতরণ; পুকুরপাড়, বাঁধ ও রাস্তার ধার, জমির আইলসহ অনাবাদী ও পতিত জমিতে রোপণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
৪. তালের চারা তৈরীর উন্নত কলাকৌশল বিস্তার টেকসইকরণ ও তাল গাছ নিধন রোধে জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে ৩৮ ব্যাচ চাষী/নার্সারী কর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫. তালের চারা এবং তালগাছ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপকরণ বিক্রয়ের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আয় বৃদ্ধির উপায় সৃষ্টিকরণ এবং কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহবিভিন্ন আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপকারভোগীদের সহায়তাকরণ।

এ বছরের কার্যক্রম : উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে ১১৪০টি তালের চারা রোপণ করা হয়েছে। ৫০ জন চাষী/নার্সারী কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(৩) কর্মসূচীর নাম : অধিক ফলনশীল নতুন ইক্ষু জাত বিস্তারের মাধ্যমে ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধি কর্মসূচি

কর্মসূচীর মেয়াদ : জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩

কর্মসূচীর প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯২.২৫ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ : ৪.৬৭ লক্ষ টাকা

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : ১. নতুন ইক্ষুজাতের বীজ সহজলভ্যতার মাধ্যমে আবাদ ও ফলন বৃদ্ধি করে আখ চাষীর আয় বৃদ্ধি করা।

২. নিরাপদ আখের গুড় ও রস উৎপাদন বৃদ্ধির করে গ্রামীণ জনপদের বছরব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং

৩. ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

এ বছরের কার্যক্রম : উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জে ১২টি গবেষণা প্লট স্থাপন করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(৪) কর্মসূচীর নাম : সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খরাপ্রবণ ও চরাঞ্চলে চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু চাষ বিস্তার কর্মসূচি

কর্মসূচীর মেয়াদ : জুলাই, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত।

কর্মসূচীর প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬১.৬০ লক্ষ টাকা

২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ : ১৬২.৫০ লক্ষ টাকা

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য :

১. বাংলাদেশের খরাপ্রবণ ও চরাঞ্চলে চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষুর টেকসই চাষ বৃদ্ধিকরণের জন্য সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন ।
২. চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষের জন্য টেকসই সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সমূহ কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার।
৩. সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বছরব্যাপী খরা ও চরাঞ্চলে চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষ বৃদ্ধি করে দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা।
৪. সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বছরব্যাপী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের বাড়ীর আঙ্গিনায় চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষ বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্র চাষী এবং নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুযোগ সৃষ্টি করা।
৫. চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষের ব্যাপক বিস্তার এবং বিপনন কর্মকান্ডে বেকার জনসাধারন এবং নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নারীর ক্ষমতায়ন।

এ বছরের কার্যক্রম : উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মসূচি এলাকায় ২০০টি গবেষণা প্লট এবং ১০৪টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। ৩২ ব্যাচ চাষী প্রশিক্ষণ ও ৫টি মাঠ দিবস সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণা ও প্রদর্শনী প্লটের ফলাফল সম্প্রসারণের জন্য ২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

(ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেটঃ ৩২৮৮.৭০ লক্ষ টাকা।

(জ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতিঃ -

(ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

ইক্ষুর নতুন জাত বিএসআরআই আখ ৪৮ উদ্ভাবন। স্বাস্থ্যসম্মত আখের জুসার উদ্ভাবন। আখের ক্ষতিকর ডগার মাজরা পোকা দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আখের লবণাক্ত সহিষ্ণু সোমাক্লোন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন। কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১ এবং ১১ এর জন্য ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষে সারের মাত্রা নির্ধারণ। ক্যালারিস এক্সট্রা ২৭.৫০ ইসি আগাছানাশক ব্যবহার করে ইক্ষুর চওড়া পাতা আগাছা দমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন। মধুপুর অঞ্চলে উঁইপোকা প্রতিরোধে পরিবেশ বান্ধব আইপিএম প্যাকেজ উদ্ভাবন এবং আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে চিনা বাদাম চাষ প্রযুক্তি।

(ঞ) ছবিঃ আলাদাভাবে সংযুক্ত।

(ট) উপসংহারঃ

বিবেচ্য সময়ে অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থ বছরে হাওড়, চরাঞ্চল, পাহাড় ও লবণাক্ত এলাকাসমূহে বিভিন্ন সুগারক্রপের উন্নত ও সম্ভাবনাময় জাত ও প্রযুক্তিসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নানামুখী পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাষীরা আখসহ অন্যান্য চিনিফসল যেমন: তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়া চাষাবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে যা বিএসআরআই এর কর্মসূচী ও প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসে উজ্জলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। নতুন পরিকল্পনার আওতায় বিএসআরআই যষ্টিমধু ও প্রাকৃতিক মধুর উপর বিশেষ গবেষণা কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এসডিজি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঠ) নির্বাহী সারসংক্ষেপঃ

এবছর উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে বিএসআরআই আখ ৪৮ উদ্ভাবন। স্বাস্থ্যসম্মত আখের জুসার। আখের ক্ষতিকর ডগার মাজরা পোকা দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আখের লবণাক্ত সহিষ্ণু সোমাক্লোন উৎপাদন। কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১ এবং ১১ এর জন্য ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষে সারের মাত্রা নির্ধারণ। ক্যালারিস এক্সট্রা ২৭.৫০ ইসি আগাছানাশক ব্যবহার করে ইক্ষুর চওড়া পাতা আগাছা দমন। মধুপুর অঞ্চলে উঁইপোকা প্রতিরোধে পরিবেশ বান্ধব আইপিএম প্যাকেজ। আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে চিনা বাদাম চাষ। উন্নত পদ্ধতিতে চিনিফসল চাষাবাদ বিষয়ক ২৫০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ২,৫০০ টি তালের চারা, ৭,৫০০ টি খেজুর ও ৭,৫০০ টি গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়েছে। উপরন্তু মাঠ দিবস, সেমিনার/ওয়ার্কশপ, কৃষি কর্মকর্তা/কর্মী প্রশিক্ষণ ও চাষী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।